এনেছেন। হাস্যরসের নামে এই প্রহসন...

[পাঁচ] অমৃতলাল বসু

অমৃতলাল বসু ১৮৫৩ খ্রীঃ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র বসু। অমৃতলাল জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিট্যুট থেকে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজে পাঠাভ্যাস করেন। কর্মজীবনে কিছুদিন শিক্ষকতা করলেও তিনি আসলে নাট্যজগতে ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে আদর্শ পুরুষ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ছিলেন তাঁর নাট্যগুরু। অমৃতলালও গিরিশচন্দ্রের আদর্শে নট, নটগুরু, নাট্যকার এবং মঞ্চাধ্যক্ষ-রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জাতীয় নাট্যশালা-প্রবর্তনে অমৃতলালেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন ধরনের নাটক রচনা ছাড়াও অমৃতলাল সাহিত্যজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি, সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদকের প্রাপক-রূপে বাঙলার বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতিলাভ করেন। কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বিভিন্ন সময় যুক্ত থাকলেও তিনি দীর্ঘকাল 'স্টার' থিয়েটারের প্রাণপুরুষ ছিলেন। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে কয়েকটি গুরুগম্ভীর নাটক রচনা করলেও তাতে সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল প্রহসনধর্মী রস-রচনায়। অনেকগুলি প্রহসন তিনি রচনা করেন এবং যথোচিত সাফল্যও অর্জন করেন। এই কৃতিত্বের জন্যই অমৃতলাল 'রসরাজ' নামেই সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৯২৯ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন।

রচনাবলী : অমৃতলাল-রচিত নাটক-প্রহসনের সংখ্যা কম নয়। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং পারিবারিক— এই ত্রিবিধ নাটক। এদের মধ্যে আছে— 'তরুবালা' (১৮৯১), 'বিমাতা' বা 'বিজয়বসন্ত' (১৮৯৩), 'হরিশচন্দ্র' (১৮৯৯), 'আদর্শ বন্ধু' (১৯০০), 'খাসদখল' (১৯১২), 'নবযৌবন' (১৯১৪), এবং 'যাজ্ঞসেনী' (১৯১৮) ; অবশ্য তাঁর প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ' রচিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রীঃ। অমৃতলালের প্রহসনগুলির মধ্যে রয়েছে— 'তিলতর্পণ' (১৮৮১), 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬), 'ডিস্‌মিস্‌' (১৮৮৩), 'বিবাহ-বিভ্রাট'

Scanned with CamScanner

(১৮৮৪), 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে', (১৮৮৬), 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০), 'রাজাবাহাদুর' (১৮৯১), 'সম্মতিসঙ্কট', 'কালাপানি' (১৮৯৩), 'বাবু' (১৮৯৪), 'একাকার' (১৮৯৫), 'বৌমা' (১৮৯৭), 'গ্রাম্যবিভ্রাট' (১৮৯৮), 'সাবাস আটাশ' (১৯০০), 'কৃপণের ধন' (১৯০০), 'অবতার' (১৯০২), 'ব্যাপিকাবিদায়', 'বাহবা বাতিক', 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' প্রভৃতি।

বিশিষ্টতা ঃ নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অমৃতলাল জীবনের গভীর সমস্যা কিংবা কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে তাঁর রচিত নাটক-প্রহসনে কিংবা অভিনয়েও মূর্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করেননি। জীবনের হাস্যতরল মুহূর্তই যেন তাকে উচ্ছ্বসিত ক'রে রাখতো এবং তাকেই তিনি যথার্থভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর নাটকে-উপন্যাসে। কিন্তু নাটকে বৃহত্তর জীবনবোধের প্রকাশই অপেক্ষিত থাকে বলে অমৃতলাল প্রহসনকেই তাঁর প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত আধার বলে গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে অজিতকুমার ঘোষ বলেন, "গিরিশচন্দ্রের শিষ্য হইলেও নাটক রচনা-বিষয়ে অমৃতলাল স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভাবনিষ্ঠ, তত্ত্বসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের গূঢ় এবং গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিত। কিন্তু তরল ও হাল্কা জীবনের বিপর্যয় এবং বিকৃতির দিকেই অমৃতলালের তীক্ষ্ণ এবং বক্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। গুরু এবং গম্ভীর বিষয়ে তাঁহার আসক্তি প্রবণতা ছিল না, সেইজন্য গভীর ভাবমূলক নাটক তিনি খুব কম লিখিয়াছেন। যে দুইখানি আছে তাহাও প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নহে। দীনবন্ধুর ন্যায় তাহারও প্রতিভার উৎস হইতেছে হাস্যরস। এই উৎস হইতে অজস্র ধারা নির্গত হইয়া তাহার রচনাবলীকে স্নিগ্ধ ও সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।"

(ক) **নাটক ঃ** অমৃতলালের প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ', একটি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা-অবলম্বনে রচিত হ'য়েছিল। গায়কোয়াড়ের মহারাজা ইংরেজ রেসিডেন্টকে মদের সঙ্গে হীরকচূর্ণ মিশিয়ে তাকে হত্যা করবার অপরাধে গদীচ্যুত হ'য়েছিলেন—এই কাহিনী-অবলম্বনে নাটকটি রচিত। সাময়িক উত্তেজনা-সৃষ্টির অতিরিক্ত কোন মূল্য এর ছিল না। 'তরুবালা'কে অমৃতলালের একমাত্র সমাজসমস্যামূলক পারিবারিক নাটকরূপে অভিহিত করা যায়। লেখক এখানে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং এর বিরোধিতা করেছেন, আবার অতিবৃদ্ধের তৃতীয় বিবাহের মধ্যেও কোন অন্যায় দেখতে পাননি।। বস্তুতঃ এই নাটকে অমৃতলালকে নব্যতন্ত্রের প্রতি বিরোধীভাবাপন্ন রক্ষণশীল মতবাদের পরিপোষক-রূপে দেখা যায়। মতবাদের দিক দিয়ে যেমন হোক, নাটকটি সরস, প্রায় আগাগোড়া কৌতুকরসে মণ্ডিত। তরুবালা আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী হলেও নাটকে তার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। রূপকথা-ধর্মী নাটক 'বিমাতা' বা 'বিজয়বসন্ত' কোনক্রমেই উল্লেখযোগ্য নাটক বলে পরিগণিত হতে পারে না—একমাত্র দুর্জয়ময়ীর চরিত্রের তীব্র বাস্তবতা ছাড়া এতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। 'হরিশচন্দ্র' অমৃতলালের পৌরাণিক নাটক, ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটক-অনুসরণে রচিত। 'আদর্শ বন্ধু' নাটকটি গ্রীক সাহিত্যের 'Damon and Pythus' -এর কাহিনী-অবলম্বনে রচিত। এতে গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত, এমনকি গৈরিশ ছন্দও এতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কোন কোন চরিত্রেও গিরিশ-রচিত চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে।

অমৃতলালের প্রহসনধর্মী দু'খানি নাটক 'খাসদখল' এবং 'নবযৌবন'কেই তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকরূপে অভিহিত করা চলে। প্রহসন-জাতীয় হলেও এ দুটিকে প্রহসন বলা চলে না ;এ কারণে যে, এগুলি দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট এবং রোমান্টিকধর্মী, এদের বরং Comedy of Romance নামে অভিহিত

Scanned with CamScanner

করাই সঙ্গত। 'খাসদখল' নাটকে কোন কোন সামাজিক সমস্যার উপর নাট্যকার আলোকপাত করেছেন এবং এখানেও বিধবাবিবাহ বিষয়ে লেখকের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকারের সমাজ-সচেতনতাবোধ বিষয়ে সংশয় থাকলেও আলোচ্য নাটকে তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ যেমন উপভোগ্য, তেমনি তাঁর কাহিনীর আগ্রহ সৃষ্টি ক্ষমতা এবং চমৎকারিত্ব পাঠক-দর্শককে সারাক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখে। 'নবযৌবন' নাটকেও পাশাপাশি প্রবাহিত দুটি সমমুখী ধারা কাহিনীটিকে যথেষ্ট আকর্ষণযোগ্য করে তুলেছে। 'নবযৌবন' উচ্ছল প্রাণময় সরস কৌতুকোজ্জ্বল কমেডি। ইহাতে মধুর প্রণয়লীলার কোমল বারি প্রবাহের উপর বিদগ্ধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের আলোকসম্পাত হওয়াতে বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। কাহিনীর রহস্যময়তা শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া লেখক আমাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অবিচলিতভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন।" অমৃতলালের সর্বশেষ নাটক 'যাজ্ঞসেনী' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অনুসরণে রচিত। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-অবলম্বনে রচিত এই নাটকে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই, যার জন্য এর নামকরণের সার্থকতা স্বীকৃত হতে পারে। নাটকটি গদ্যে-পদ্যে রচিত, কিন্তু নাটকীয়তা কিংবা অপর কোন উল্লেখযোগ্য গুণ নেই।

(খ) **প্রহসন :** অমৃতলালের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল রসসৃষ্টিতে—কি অভিনয়ে, কিংবা গ্রন্থরচনায়। সেকালের 'কমেডিয়ান্'-রূপে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন এবং তার পুরস্কার-স্বরূপ 'রসরাজ'-রূপে তাঁর পরিচিতি সর্ববঙ্গে ব্যাপ্ত ছিল। অমৃতলাল যে প্রহসনগুলি রচনা করেছেন তার বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা থেকে তাঁর ব্যক্তিগত মানসিকতার পরিচয়ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর অধিকাংশ প্রহসনে তৎকালিক সমাজজীবনের কিছু অসঙ্গতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের কষাঘাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, তিনি যে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বা অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয় করে তুলেছেন, তাদের অনেক কিছুই ছিল প্রগতিশীল ভাবনার পরিচায়ক। বিলাতীয়ানা কিংবা কৃত্রিমতার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা, কিংবা বিধবা-বিবাহের মতো সমাজসংস্কারমূলক কাজও ছিল অমৃতলালের আঘাতের স্থল। পক্ষান্তরে তিনি বাল্যবিবাহ কিংবা অতিবৃদ্ধের বিবাহ, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সমকালের নবজীবন-চেতনাকে অস্বীকার করেছেন। অমৃতলাল শুধু রক্ষণশীলই ছিলেন না, সম্ভবতঃ সে যুগের প্রেক্ষাপটে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেই অভিহিত করা চলে। তার অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতা এবং রসসৃষ্টির প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তিনি যে স্বীয় যুগকে অতিক্রম করতে পারেন নি, তার প্রধান কারণ প্রাচীনপন্থী মানসিকতা এবং নব্যতন্ত্রের প্রতি বিরূপ মনোভাব। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "অমৃতলাল শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান ছিলেন, নাটক-প্রহসনে অতি অদ্ভুত রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুক পরিহাস আমদানি করতে পারতেন। বুদ্ধির দীপ্তি, বাক্‌রীতির মারপ্যাঁচ, কাহিনীর চাতুরী—সব কিছুর অধিকারী হয়েও তিনি আগামী যুগের পদধ্বনি শুনতে পাননি ; যা কিছু সাম্প্রতিক, প্রগতিশীল, শুধু তার মন্দের দিকটাকেই নিন্দাবিদ্রূপ করেছেন। সেই নিন্দাবিদ্রূপ কখনও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি, কখনও আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের প্রতি নির্মমভাবে নিক্ষিপ্ত করছিল। ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গনাট্যকার হয়েও পরের যুগে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে চলে গেছেন।"

অমৃতলালের প্রহসনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—এক শ্রেণীতে পড়ে বিশুদ্ধ প্রহসন (Farce)-গুলি, যার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থাকলেও কোন পীড়াদায়ক আঘাত নেই অথচ

Scanned with CamScanner

ঘটনার বৈচিত্র্যে এবং চমৎকারিত্বে এগুলি যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে। এ জাতীয় প্রহসনে রয়েছে—'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার' এবং 'কৃপণের ধন' প্রভৃতি। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনটিতে স্বল্প পরিসরে কৌতুকরসের আসর ভালোই জমেছে, তবে মনে হয় মলিয়েরের 'The School for Wives' নাটকের ছায়া পড়েছে এতে। একটিমাত্র দৃশ্যে রচিত 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' প্রহসনটি কালকে অতিক্রম করতে পেরেছে, এতেই এর সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজীতে 'Box and Cox' এবং 'Cox and Box' নামক একই বিষয় নিয়ে রচিত নাটক দুটির অনুকরণেই 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' কল্পিত হয়েছে। 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনে স্ত্রীস্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করা হলেও এতে রঙ্গও বেশ জমেছে। 'কৃপণের ধন' প্রহসনটিতেও মলিয়ের রচিত 'The Miser' প্রহসনটির প্রভাব লক্ষিত হয়।

অমৃতলালের অপর সব ক'টি প্রহসনই বিদ্রূপাত্মক ও স্যাটায়ার-ধর্মী। এর প্রত্যেকটিতে কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর তিনি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপর কষাঘাত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঘাত পড়েছে প্রগতিমূলক মনোভাবের উপরই। অমৃতলালের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'বিবাহ-বিভ্রাটে' অবশ্য পণপ্রথা এবং বিজাতীয়তাই নিন্দিত হয়েছে। বাল্যবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতায় 'সম্মতিসঙ্কট', বিলাতযাত্রার বিরোধিতায় 'কালাপানি', রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংস্কারমূলক ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতায় 'বাবু', জাতিভেদের সমর্থনে 'একাকার' প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে অমৃতলাল নব্যতন্ত্রকেই শুধু ধিক্কৃত করেছেন। আধুনিক সমাজকে বিদ্রূপ করে তিনি আরো লিখেছেন কয়েকটি প্রহসন—তবে প্রায় কোথাও রুচির বিকৃতি ঘটান নি।

Scanned with CamScanner